অগ্রনী ব্যাংক লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নির্দেশ পরিপত্র নং-আরএনপিএএমডি/১১৩/২০১৬ তারিখঃ০৩-১০-২০১৬ইং
১৮,আশ্বিন-১৪২৩ বাংলা

উপ-মহাব্যবস্থাপক/
সহকারী মহাব্যবস্থাপক/
ব্যবস্থাপক
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
সকল শাখা
বাংলাদেশ।

বিষয়ঃ সুদ মওকুফ সংক্রান্ত নীতিমালা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ (এমআইএস ও রিস্ক বেইজড পরিদর্শন সেল) এর ০৮-১২-২০১৫ তারিখের পত্রের পরামর্শ এবং বিদ্যমান সুদ মওকুফ নীতিমালা যুগোপযোগীকরণের নিমিত্তে সুদ মওকুফ সংক্রান্ত নির্দেশ পরিপত্র নং-সাঋবি/৬৪, সাঋবি/০৯ এবং ঋআবি/৫৩ তারিখ যথাক্রমে ১৫-০৮-২০০৭, ১৪-০২-২০০৮ এবং ১০-০৭-২০০৮ এর আংশিক পরিবর্তন/পরিবর্ধন করে একটি সংশোধিত সুদ মওকুফ নীতিমালা স্মারক নং ৭৯৮/১৬ এর মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদের ৪৭২তম সভায় ২৬-০৯-২০১৬ তারিখে উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ কর্তৃক সুদ মওকুফ নীতিমালাটি অনুমোদন করা হয় যা নিম্নরূপঃ

১.০ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগন সুদ মওকুফের আবেদন করতে পারবেন ঃ-
(ক) ঋণগ্রহীতা,
(খ) ঋণগ্রহীতার উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগন (ঋণগ্রহীতা মৃত্যু হলে),
(গ) ঋণের জামিনদাতা/উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণ (জামিনদাতার মৃত্যু হলে),
(ঘ) বন্ধকদাতা/বন্ধকদাতার উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগন (বন্ধকদাতার মৃত্যু হলে)।

২.০ গ্রেফতারী পরোয়ানা (Warrent of Arrest) বলবৎ থাকলে সুদ মওকুফ প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে না। তবে জামিন পাওয়া সাপেক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে। বিশেষ ক্ষেত্রে যথাযথ যৌক্তিক কারনে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রাপ্ত ঋণগ্রহীতার পরিবারভূক্ত সদস্যের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে।

৩.০ নদী ভাংগনের ক্ষেত্রে সুদ মওকুফ আবেদনের সাথে সহকারী কমিশনার ভূমি এর নিকট থেকে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার স্বপক্ষে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করতঃ সংযুক্ত করতে হবে।

৪.০ তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) সংরক্ষন করে সুদ মওকুফের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ (কৃষি ও পল্লী ঋণ ব্যতীত) ঃ
নিম্নেবর্ণিত ৪.১ নং শর্তসহ অন্য যে কোন ১ (এক) টি অবস্থা বিদ্যমান থাকলে সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রেরণ/উপস্থাপনযোগ্য হবে ঃ-

৪.১ ঋণ হিসাব শ্রেণীবিন্যাসের মেয়াদ কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হতে হবে। তবে বিশেষ বিবেচনায় যৌক্তিক কারনে ৫ (পাঁচ) বছর সময়সীমা শিথিলযোগ্য। সে ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের এনপিএলএম কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রস্তাবনা অনুমোদনের নিমিত্তে পরিচালনা পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৪.২ প্লেজের এবং লিমের মালামাল আগ্রহী ক্রেতার অভাবে যথাসময়ে বিক্রয়ে ব্যর্থতার ফলে পণ্যের আংশিক বা সম্পূর্ন গুনগত মান নষ্ট হয়ে বিপণন যোগ্যতা হারিয়ে গেলে। মালামাল যথাসময়ে বাজারজাত না করণের ফলে দীর্ঘ সময় গুদামজাত করনের কারনে দায়স্থিতি বৃদ্ধি ও ডিপি ঘাটতি হলে এ সকল ক্ষেত্রে যথাসময়ে মালামাল বিক্রির উদ্যোগের স্বপক্ষে প্রমানাদি দাখিল করতে হবে।

৪.৩ ঋণ গ্রহীতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী না থাকলে বা উত্তরাধিকারী থাকলেও সে/তাঁরা ঋণ পরিশোধে সক্ষমতা সম্পন্ন উপার্জণক্ষম না হলে বা তাঁর/তাঁদের সম্পূর্ন ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা বা অন্য কোন সম্পদ না থাকা।

৪.৪ ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় ডিক্রী পাওয়া সত্ত্বেও ঋণগ্রহীতার বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ক্রমাগত ৩ বার নিলাম ডাক হওয়ার পরও উপযুক্ত মূল্য প্রদানে আগ্রহী ক্রেতা না পাওয়া।

৪.৫ বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের/প্রকল্পের উপর কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা জারী থাকা বা অধিগ্রহণের কারনে ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং অন্য কোন সহায় সম্পদ না থাকা। নিষেধাজ্ঞা/অধিগ্রহণের স্বপক্ষে প্রমানাদি দাখিল করতে হবে।

৪.৬ সহায়ক জামানতবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা বা জামিনদাতার স্থাবর সম্পত্তির হদিস না পাওয়ার কারনে আইনগত ব্যবস্থার মাধ্যমে বকেয়া আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়া।

৪.৭ ডিমান্ড লোনের ঘাটতি দায়ের বিপরীতে যৌক্তিক কারনে কোন ষ্টক লট না থাকা।

৪.৮ প্লেজ ঋণের ক্ষেত্রে প্লেজকৃত মালামাল যথানিয়মে বিক্রয় করার পর যদি কোন ঘাটতি থাকে, ঋণের বিপরীতে যদি সহায়ক জামানত না থাকে এবং সমুদয় ঘাটতির অংক ঋণগ্রহীতা বা তার ওয়ারিশ/ওয়ারিশান কর্তৃক পরিশোধের সংগতি না থাকা।

৪.৯ মাইক্রো-ক্রেডিট এর যে সমস্ত ক্ষেত্রে রিস্ক ফান্ড আছে সে সকল ক্ষেত্রে উক্ত রিস্ক ফান্ড থেকে যোগান দিয়ে সুদ মওকুফযোগ্য হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে শাখার আয়খাত ডেবিট করে সুদ মওকুফযোগ্য হবে না।

৪.১০ প্রভিশন খাত বা আয় খাত ডেবিট না করে সুদ অনিশ্চিত খাতে রক্ষিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফ।

৪.১১ যৌক্তিকতার ভিত্তিতে অনারোপিত সাধারণ সুদের সর্বোচ্চ ১০০% আরোপ না করা।

৪.১২ যৌক্তিকতার ভিত্তিতে দন্ড সুদের ১০০% মওকুফ/আরোপ না করা।

৫.০ তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) সংরক্ষন করে সুদ মওকুফ অনুমোদন ক্ষমতা ঃ
আয় খাত এবং প্রভিশনে ঘাটতি না দিয়ে তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) সংরক্ষন করে সুদ মওকুফের প্রচলিত বিধি বিধান যথাযথভাবে পরিপালন সাপেক্ষে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নরূপে সুদ মওকুফ করা যাবে ঃ-

চলমান পাতা-০২

ক্রমিক নং	সুদ মওকুফ কমিটি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মওকুফকৃত সুদের পরিমান
৫.১	আঞ্চলিক কার্যালয় / কর্পোরেট শাখার সুদ মওকুফ কমিটি	অঞ্চল প্রধান/কর্পোরেট শাখা প্রধান (প্রধান শাখা ব্যতীত)	সর্বোচ্চ ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদ।
৫.২	সার্কেল সচিবালয়/প্রধান শাখার সুদ মওকুফ কমিটি	সার্কেল মহাব্যবস্থাপক ও প্রধান শাখার মহাব্যবস্থাপক	সর্বোচ্চ ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদ।
৫.৩	প্রধান কার্যালয়ের এনপিএল ম্যানেজমেন্ট কমিটি	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদ।
৫.৪	প্রধান কার্যালয়ের এনপিএল ম্যানেজমেন্ট কমিটি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও	১০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সর্বোচ্চ ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদ।
৫.৫	প্রধান কার্যালয়ের এনপিএল ম্যানেজমেন্ট কমিটি	পরিচালনা পর্ষদ	মূল ঋণ ৫০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল ঋণের যে কোন অংকের সুদ মওকুফ।

৬.০ **তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) ঘাটতি দিয়ে সুদ মওকুফ ঃ-**

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আয় খাত ডেবিট না করে তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) ঘাটতি দিয়ে সুদ মওকুফ করা যাবে ঃ-

৬.১ **Distressed Case অর্থাৎ**

(ক) বন্ধকীকৃত সম্পত্তি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নদী ভাংগনে বিলীন হয়ে যাওয়া এবং অন্য কোন সহায় সম্পদ না থাকা। এ ব্যাপারে সহকারী কমিশনার ভূমি/স্থানীয় নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/কাউন্সিলর এর প্রত্যয়নপত্রসহ অন্য কোন সহায় সম্পদ না থাকার বিষয়ে শাখা প্রধানের সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করতে হবে।

(খ) অন্য কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ, মড়ক বা দূর্দশা জনিত কারনে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া এবং অন্য কোন সহায় সম্পদ না থাকার ব্যাপারে শাখা প্রধানের সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করতে হবে।

(গ) ঋণগ্রহীতা মৃত্যুবরন করায় ব্যবসা না থাকা এবং এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর স্বপক্ষে ডাক্তার/ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করসহ পরিবারে উপার্জনক্ষম কোন সদস্য/যোগ্য উত্তরাধিকারী এবং অন্য কোন সহায় সম্পদ না থাকার বিষয়ে শাখা প্রধানের সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করতে হবে

(ঘ) ঋণগ্রহীতা বয়সভারে/শারীরিক অসুস্থ্যতার কারনে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলায় ব্যবসা না থাকা এবং পরিবারে উপার্জনক্ষম কোন ব্যক্তি এবং অন্য কোন সহায় সম্পদ না থাকার বিষয়ে শাখা প্রধানের সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করতে হবে।

(ঙ) ঋণগ্রহীতার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বিভিন্ন কারনে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া এবং অন্য কোন সহায় সম্পদ না থাকার বিষয়ে শাখা প্রধানের সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করতে হবে।

৬.২ জামানতবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে Time Value of money বিবেচনায় রেখে মামলার কারণে সময় ক্ষেপনের ফলে বিলম্বে আদায়কৃত অর্থ বর্তমান সময়ের তুলনায় অবমূল্যায়ন এড়ানোর জন্য কস্ট অব ফান্ডে ঘাটতি দিয়ে সুদ মওকুফ বিবেচনা করা যেতে পারে। ।

৬.৩ বিদ্যমান দায় দেনার তুলনায় জামানত কম থাকায় এবং জামানত বিক্রয়ের পর অথবা জামানত বিক্রয়ের উদ্যোগ নিয়েও যোগ্য ক্রেতা না পাওয়ায় দায় দেনা সম্পূর্নরূপে সমন্বিত না হওয়ায় বা অন্য কোন সম্পত্তি না থাকায় অবশিষ্ট দায় দেনা সমন্বয়ের জন্য সুদ মওকুফ বিবেচনাযোগ্য।

৬.৪ সরকারী নীতিমালার আওতায় রুগ্ন শিল্প হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে কিন্তু সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা অনুযায়ী মওকুফ অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করতে পারেননি এ অবস্থায় সরকারী বন্ডের টাকা পাওয়া সাপেক্ষে বা সরকারী বন্ডের সমপরিমাণ টাকা যদি ঋণগ্রহীতা দিতে রাজী থাকেন সে ক্ষেত্রে মওকুফ অবশিষ্ট টাকা সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিলম্বকালীন সময় যৌক্তিক হতে হবে।

৬.৫ **আদালতের রায় কার্যকর করার নিমিত্তে।**

৭.০ তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) এ ঘাটতি দিয়ে সুদ মওকুফ অনুমোদন ক্ষমতা পরিচালনা পর্ষদের এখতিয়ারাধীন।

৮.০ EXIT POLICY এর ক্ষেত্রে সুদ মওকুফ ঃ

শ্রেণীকৃত/অবলোপনকৃত ঋণ এককালীন পরিশোধের শর্তে ঋণগ্রহীতা মওকুফ অবশিষ্ট টাকা সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সুদবিহীন পরিশোধ করলে নিম্নোক্ত সুবিধা বিবেচনা করা যাবে ঃ-

মামলাবিহীন ঋণের সুদ মওকুফ ঃ-

(ক) অনারোপিত সাধারণ সুদের সর্বোচ্চ ১০০% আরোপ না করা।

(খ) সুদ অনিশ্চিত খাতে রক্ষিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফ।

(গ) দন্ডসুদের ১০০% মওকুফ/আরোপ না করা।

(ঘ) দীর্ঘ দিনের শ্রেণীকৃত ঋণ,মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও সম্পত্তি দখলে নেয়ার জটিলতা ইত্যাদি বিবেচনায় এনে কেইস টু কেইস ভিত্তিতে যথাযথ আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন পূর্বক প্রভিশন ডেবিট না করে জামানতের মূল্য মওকুফ অবশিষ্ট দায়ের তুলনায় বেশী হলে মূল ঋণের ৩ গুন ও অন্যান্য চার্জ অথবা কষ্ট অব ফান্ডে আদায়যোগ্য টাকা এ দু'টির মধ্যে যেটি বেশী হবে তা আদায় করতে হবে। তবে বিষয়টি পরিচালনা পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

চলমান পাতা-০৩

মামলাধীন ঋণের সুদ মওকুফ ঃ

(ক) মূল মামলার দাবীকৃত টাকা জামানতের মূল্য অপেক্ষা কম হলে (মওকুফ অবশিষ্ট অর্থ সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পরিশোধিত হলে) ঃ-

(অ) অনারোপিত সাধারণ সুদের সর্বোচ্চ ১০০% আরোপ না করা।

(আ) দন্ড সুদের ১০০% মওকুফ/আরোপ না করা।

(খ) মূল মামলার দাবীকৃত টাকা জামানতের মূল্য অপেক্ষা বেশী হলে (মওকুফ অবশিষ্ট অর্থ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পরিশোধিত হলে) ঃ-

(অ) অনারোপিত সাধারণ সুদের সর্বোচ্চ ১০০% আরোপ না করা।

(আ) কেইস টু কেইস ভিত্তিতে সুদ অনিশ্চিত খাতে রক্ষিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফযোগ্য।

(ই) দন্ড সুদের ১০০% মওকুফ/আরোপ না করা।

৯.০ ডাউন পেমেন্ট ঃ-

* Exit Policy ব্যতীত ঃ

(ক) মামলাবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে ঃ- চলমান ও ডিমান্ড লোনের লেজারস্থিতির অন্যূন ১০% এককালীন ঋণ হিসাবে নগদে জমাকরন। মেয়াদী ঋণের খেলাপী কিস্তির ১৫% অথবা লেজারস্থিতির ১০% এ দু'য়ের মধ্যে যেটি কম।

(খ) মামলাকৃত ঋণের মূল স্যুট ভ্যালুর অন্যূন ১৫% ও হালনাগাদ মামলা খরচসহ আনুসাংগিক অন্যান্য খরচ এককালীন নগদে পরিশোধ পূর্বক সুদ মওকুফের আবেদন করতে হবে।

** Exit Policy এর ক্ষেত্রে ঃ

(ক) মামলাবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে ঃ- চলমান ও ডিমান্ড লোনের লেজারস্থিতির অন্যূন ৫% এককালীন ঋণ হিসাবে নগদে জমাকরন। মেয়াদী ঋণের খেলাপী কিস্তির ১০% অথবা লেজারস্থিতির ৫% এ দু'য়ের মধ্যে যেটি কম।

(খ) মামলাকৃত ঋণের মূল স্যুট ভ্যালুর অন্যূন ৫% ও হালনাগাদ মামলা খরচসহ আনুসাংগিক অন্যান্য খরচ এককালীন নগদে পরিশোধ পূর্বক সুদ মওকুফের আবেদন করতে হবে

১০.০ সুদ মওকুফ অবশিষ্ট টাকা নির্ধারিত সময়সীমার পর পরিশোধের ক্ষেত্রে সুদের হার ঃ-

	পরিশোধের সময়সীমা		প্রদেয় সুদ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
(ক)	১ বছর পর্যন্ত সময়সীমা বৃদ্ধিকরনের ক্ষেত্রে	ঃ	প্রযোজ্য হার	সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের এক ধাপ উপরের কর্তৃপক্ষ। তবে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদিত সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ।
(খ)	২ বছর পর্যন্ত সময়সীমা বৃদ্ধিকরনের ক্ষেত্রে	ঃ	প্রযোজ্য হার + অতিরিক্ত ১%	সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের এক ধাপ উপরের কর্তৃপক্ষ। তবে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদিত সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ।
(গ)	৩ বছর পর্যন্ত সময়সীমা বৃদ্ধিকরনের ক্ষেত্রে	ঃ	প্রযোজ্য হার + অতিরিক্ত ২%	সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের এক ধাপ উপরের কর্তৃপক্ষ। তবে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদিত সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ।
(ঘ)	৩ বছরের অধিক সর্বোচ্চ ৫ বছর সময়সীমা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে।	ঃ	প্রযোজ্য হার + অতিরিক্ত ৩% (কেইস টু কেইস ভিত্তিতে সুদ মওকুফের যৌক্তিকতা থাকা সাপেক্ষে বিশেষ বিবেচনায়)।	সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের এক ধাপ উপরের কর্তৃপক্ষ। তবে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদিত সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ।

১১.০ পল্লী/কৃষি/রুগ্ন/তাঁত/চামড়া/এসএমই ও মাইক্রো-ক্রেডিট ইত্যাদি ঋণ ঃ

(ক) সময় সময় সরকার কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

(খ) ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালার আওতায় কোন ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে এগিয়ে আসলে সুদ মওকুফ করা যাবে।

১২.০ একাধিকবার সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচনা/পুনঃবিবেচনা নিরুৎসাহিত করতে হবে। ৩ (তিন) বারের অধিক যে কোন সুদ মওকুফ প্রস্তাব পরিচালনা পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

১৩.০ (ক) অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৩৩(৭)ধারায় প্রাপ্ত সম্পত্তির ঋণ হিসাবে সুদ মওকুফ করা যাবে না। তবে হালনাগাদ সম্পূর্ন দায় পরিশোধের প্রস্তাব করা হলে ল' ডিভিশনের অনুকূল মতামতের ভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক বন্ধকীকৃত সম্পত্তি অবমুক্ত করা যেতে পারে।

(খ) সুদ মওকুফ প্রস্তাবনায় অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারায় সনদ প্রাপ্তির তারিখ উল্লেখসহ ৩৩(৫) ধারায় সনদপ্রাপ্তির ৬ (ছয়) বছরের মধ্যে ৩৩(৭) ধারায় সনদ না পাওয়া গেলে তার কারন উল্লেখ করতে হবে।

১৪.০ সুদ মওকুফ অবশিষ্ট টাকা শর্তানুযায়ী সম্পূর্ন সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হিসাবে চিহ্নিত হবে।

চলমান পাতা-০৪

১৫.০ **সুদ মওকুফ কমিটির রূপরেখা ঃ**

(ক) **অঞ্চল/কর্পোরেট শাখা পর্যায়ে (প্রধান শাখা ব্যতীত) ঃ**

(১)	অঞ্চল প্রধান/কর্পোরেট শাখা প্রধান	ঃ	সভাপতি
(২)	আঞ্চলিক কার্যালয়/কর্পোরেট শাখার ২য় নির্বাহী/কর্মকর্তা	ঃ	সদস্য
(৩)	অঞ্চলের প্রধান শাখার ব্যবস্থাপক	ঃ	সদস্য
(৪)	আঞ্চলিক কার্যালয়/কর্পোরেট শাখার ঋণ কর্মকর্তা	ঃ	সদস্য সচিব

(খ) **সার্কেল এবং প্রধান শাখা পর্যায়ে**

(১)	সার্কেল/প্রধান শাখার মহাব্যবস্থাপক	ঃ	সভাপতি
(২)	সার্কেল সচিবালয়/প্রধান শাখার সংশ্লিষ্ট উপ-মহাব্যবস্থাপক	ঃ	সদস্য
(৩)	সার্কেল সচিবালয়/প্রধান শাখার সংশ্লিষ্ট সহকারী মহাব্যবস্থাপক	ঃ	সদস্য
(৪)	সার্কেল সচিবালয়/প্রধান শাখার সংশ্লিষ্ট ঋণ কর্মকর্তা	ঃ	সদস্য সচিব

(গ) **প্রধান কার্যালয় ঃ**

(১)	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১	ঃ	সভাপতি
(২)	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২,৩,৪	ঃ	সদস্য
(৩)	প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত সকল মহাব্যবস্থাপক	ঃ	সদস্য
(৪)	উপ-মহাব্যবস্থাপক (রিকভারী এন্ড এনপিএ ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন)	ঃ	সদস্য সচিব

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ এর অনুপস্থিতিতে উপস্থিত জ্যেষ্ঠ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাপতিত্ব করবেন।

প্রধান শাখা,ঢাকার মহাব্যবস্থাপক এবং সার্কেল মহাব্যবস্থাপকগণ এনপিএলএমসি-র সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন।
সুদ মওকুফ কমিটির সভাপতিগন প্রয়োজনে অন্য যে কোন নির্বাহী/কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

১৬.০ কয়টি ঋণ হিসাবের বিপরীতে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কত টাকা সুদ মওকুফ করা হ'ল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আদায়ের অবস্থা কি সে সম্পর্কে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল ও কর্পোরেট শাখা কর্তৃক প্রধান কার্যালয়ের রিকভারী এন্ড এনপিএ ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনে (আদায়) এতদ্‌সংক্রান্ত বিবরনী প্রেরণ করতে হবে।

১৭.০ **অন্যান্য পরিপালনীয় বিষয়সমূহ ঃ-**

(ক) ঋণগ্রহীতার আয়ের অন্য কোন উৎস আছে কিনা তা যাচাই পূর্বক শাখা প্রধানের সুস্পষ্ট মতামত ও প্রত্যয়নপত্র।

(খ) ঋণগ্রহীতার ওয়ারিশ/ওয়ারিশান উপার্জনক্ষম কিনা, তাঁর/তাঁদের পেশা এবং ওয়ারিশ/ওয়ারিশান ঋণের দায় পরিশোধে ভূমিকা রাখবে কিনা সে সম্পর্কিত তথ্যাদি।

(গ) ঋণগ্রহীতার ব্যবসা চলমান থাকলে সেখান থেকে কি পরিমান আয়ের সংস্থান হতে পারে তা যাচাই সংক্রান্ত তথ্যাদি।

(ঘ) মওকুফ অবশিষ্ট টাকা পরিশোধের ব্যাপারে ঋণগ্রহীতার সম্মতিপত্র।

(ঙ) সুদ মওকুফ অবশিষ্ট বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায়ের জন্য তদারককারী কর্মকর্তাগন ডায়েরী সংরক্ষন করাসহ ঋণ আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি ডায়েরীতে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান পাক্ষিক ভিত্তিতে আদায় অগ্রগতি নিয়ে তদারককারী কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করবেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী অফিসে সভার কার্য বিবরনী প্রেরণ করতে হবে।

(চ) তদারককারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধানের মাধ্যমে সুদ মওকুফ অবশিষ্ট বকেয়া আদায়ে তাদের গৃহীত ব্যবস্থাদি মাসিক ভিত্তিতে মওকুফকারী কর্তৃপক্ষ সমীপে পেশ করবেন।

(ছ) সুদ মওকুফকারী কর্তৃপক্ষ তদারককারী কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনান্তে পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

(জ) মওকুফ অবশিষ্ট ঋণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নগদ/চেকের মাধ্যমে এবং সান্ড্রি ক্রেডিটরস হিসাবে রক্ষিত টাকা ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে আবেদন গ্রহন করতঃ সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে।

(ঝ) সুদ মওকুফ পরবর্তী ঋণ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত মেয়াদের অতিরিক্ত মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নীতিমালার আলোকে যথাযথ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

(ঞ) ঋণ হিসাব মামলাকৃত না হলে যথাযথ প্রক্রিয়ায় বন্ধকীকৃত সম্পত্তি অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ১২ ধারা অনুযায়ী বিক্রির ব্যবস্থা এবং বিক্রয়লব্দ টাকা দ্বারা ঋণ সম্পূর্ন সমন্বয় না হলে যথাযথ প্রক্রিয়ায় মামলা দায়ের করতে হবে।

(ট) ঋণ হিসাব মামলাকৃত হলে মামলা কার্যক্রম জোরদার করতঃ যথানিয়মে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ৩৩(৫) এবং ৩৩(৭) ধারায় নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ৩৩(৭) ধারায় প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রি করা সম্ভব না হলে তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের সম্পদে রূপান্তর করতে হবে।

(ঠ) সুদ মওকুফের পরিমান সময় ভিত্তিক বিবেচনায় না নিয়ে আরোপিত ও অনারোপিত সুদ হালনাগাদ হিসাবায়ন করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ/এনপিএলএম কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রস্তাবের গুনগত মান বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুদ মওকুফ বিবেচনাযোগ্য।

(ড) কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণ ব্যতীত (কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরন করলে) অন্য কোন ঋণের বিপরীতে সম্পূর্ন সুদ মওকুফ করা যাবে না।

২

চলমান পাতা-০৫

১৮.০ উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরন ব্যতিরেকে যথাযথ যৌক্তিকতা ও সংশ্লিষ্ট কমিটির মতামতের ভিত্তিতে সুদ মওকুফের অনুমোদন ক্ষমতা একমাত্র পরিচালনা পর্ষদের এখতিয়ারাধীন।

১৯.০ ইতোপূর্বে জারীকৃত নির্দেশন পরিপত্র নং-সাঋবি/৬৪, সাঋবি/০৯ এবং ঋআবি/৫৩ তারিখ যথাক্রমে ১৫-০৮-২০০৭,১৪-০২-২০০৮ এবং ১০-০৭-২০০৮ বাতিল বলে গন্য হবে।

২০.০ বর্ণিত নির্দেশাবলী অবিলম্বে যথাযথভাবে অনুসরন/পরিপালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

২১.০ এ নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং ইতোপূর্বে জারীকৃত সুদ মওকুফ সংক্রান্ত সকল নির্দেশ পরিপত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

০৩.১০.২০১৬
(মোঃ নূরুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

০৩/১০/১৬
(পঙ্কজ রায় চৌধুরী)
মহাব্যবস্থাপক

সূচী ঃ

স ঃ সুদ মওকুফ সংক্রান্ত নীতিমালা।
ন ঃ নীতিমালা সুদ মওকুফ সংক্রান্ত।

বিতরণ ঃ

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মহোদয়ের সচিবালয়ে, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়-১, ২, ৩ ও ৪, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সকল মহাব্যবস্থাপক, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ।
৪। সকল বিভাগীয় প্রধান, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক,সকল মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়,অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ।
৬। পরিচালক, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, এইচআর ট্রেনিং, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন, ১৮৩ সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৭। সকল অঞ্চল প্রধান, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ